জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর

প্রজ্ঞাপন

(নং- ০১(১৬২) জাতীঃ বিঃ/প্রশাঃ/৯২/অংশ-১৫)

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০০ ইং/২৭ভাদ্র, ১৪০৭ বাং

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধন রেগুলেশন ২০০০' সিনেট কর্তৃক ১১-৯-২০০০ ইং তারিখে অনুমোদিত হইয়াছে। এতদ্‌দ্বারা নিম্নলিখিত রেগুলেশন অধিভুক্ত সকল কলেজ/প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধন রেগুলেশন, ২০০০

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর ৪৬ নং ধারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের তফসিলে বর্ণিত প্রথম সংবিধির ২ নং ধারার আওতায় কলেজসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সংশোধন রেগুলেশন প্রণয়ন করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি বিধান সাপেক্ষে কলেজসমূহের অধিভুক্তি লাভ, অধিভুক্তি বাতিল এবং অধিভুক্তি নবায়ন এই রেগুলেশন ধারা নিয়ন্তিত হইবে। এই রেগুলেশন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১। **ডিগ্রী (পাস) কোর্সে অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ একাদিক্রমে তিন শিক্ষাবর্ষ ব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর

ডিগ্রী পাস কোর্সে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতির মেয়াদ চলতি সন পর্যন্ত থাকিতে হইবে।

(২) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের নিজস্ব অখন্ড জমি থাকিতে হইবে এবং উক্ত জমির উপরই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেজিস্ট্রিকৃত জমির দলিল ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি থাকিতে হইবে।

সাধারণতভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.২৫ একর
(গ) মফস্বল এলাকায়	২.০০ একর

(৩) (ক) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ও পৃথক কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ১০ (দশ) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকগণ সরকারী বেতন সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সাধারণতঃ এমপিওভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রী কোর্সে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

(৪) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৫) যে সকল বিষয়ে ডিগ্রী (পাস) কোর্স চালু করার আবেদন করা হইতেছে ঐ বিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে ন্যূনতম ৩ (তিন) জন করিয়া যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। বিজ্ঞান কোর্সে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং একজন প্রদর্শক কর্মরত থাকিতে হইবে।

(৬) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাড়ীভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ইত্যাদি প্রদানের সংগতি ও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজে কর্মরত সকলের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

(৭) কলেজের রিজার্ভ ফান্ড এবং জেনারেল ফান্ডের প্রত্রেকটিতে ন্যূনপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৮) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৯) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অন্ততঃ ৩০০০/- (তিন হাজার) পুস্তক থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স পুস্তক থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মচারীর ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১০) বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রী (পাস) কোর্সের জন্য প্রতিটি বিষয়ের পৃথক ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ল্যাবরেটরীতে আসবাবপত্র, পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ল্যাবরেটরীতে সুযোগ-সুবিধা থাকিতে হইবে।

(১১)(ক) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের পার্শ্ববর্তী এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমপক্ষে ২টি হইতে হইবে।

(খ) অন্যান্য শর্ত বজায় থাকিলে ডিগ্রী (পাস) কোর্সে অধিভুক্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ ঃ

(১) মানবিক শাখা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে)	-	কমপক্ষে ১৫০ জন
(২) বাণিজ্য শাখা (একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে)	-	কমপক্ষে ৮০ জন
(৩) বিজ্ঞান শাখা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে)	-	কমপক্ষে ৮০ জন
সর্বমোট =		৩১০ জন

(গ) মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ছাত্রী সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ ঃ

(১) মানবিক শাখা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে)	-	কমপক্ষে ১০০ জন
(২) বাণিজ্য শাখা (একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে)	-	কমপক্ষে ৬০ জন
(৩) বিজ্ঞান শাখা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে)	-	কমপক্ষে ৬০ জন
সর্বমোট =		২২০ জন

(ঘ) সাধারণতঃ ১০ (দশ) কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন ডিগ্রী (পাস) কলেজ থাকিলে ডিগ্রী (পাস) কোর্সের জন্য আবেদনকারী কলেজকে অধিভুক্তি প্রদান করা যাইবে না, তবে মেট্রোপলিটন, শিল্প ও পৌর এলাকার ক্ষেত্রে এই বিধি শিথিলযোগ্য।

(১২) কলেজ চত্বরে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের যথাসম্ভব আবাসিক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৩) কলেজে পানীয় জল, শৌচাগার ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৪) ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরচর্চা, খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনের সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১৫) প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকান্ড/ সাচিবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি কলেজে কম্পিউটার ও কম্পিউটার অপারেটর থাকিতে হইবে।

(১৬) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **<u>ডিগ্রী (অনার্স) কোর্সের অধিভুক্তির শর্তাবলী</u>** ঃ

(১) ডিগ্রী (অনার্স) কোর্স শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্ততঃ ৭(সাত) জন (ডিগ্রী পাস সহ) শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে।

(২) ডিগ্রী (অনার্স) কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৩টি অতিরিক্ত কক্ষ, একটি সেমিনার কক্ষ এবং বিভাগওয়ারী বিভাগীয় কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) অনার্স কোর্সের প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বই এর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হাজার হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) বিজ্ঞান বিষয়গুলির জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে বিজ্ঞানাগার, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম থাকিতে হইবে। এই ব্যাপারে কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুযায়ী সংগৃহীত সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির তালিকা অধিভুক্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

(৫) ডিগ্রী অনার্স কোর্স চালু রাখার জন্য কলেজের আর্থিক সংগতি অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(৬) কলেজের ফ্যাক্স, ই-মেইল এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৩। **স্নাতকোত্তর কোর্সে অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) কোন কলেজে কোন বিষয়ে ডিগ্রী (পার্স ও অনার্স) এবং স্নাতকোত্তর কোর্স থাকিলে উক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্ততঃ ১২(বার) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। স্নাতক (অনার্স) ব্যতীত স্নাতকোত্তর কোর্স থাকিলে ৭(সাত) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে।

(২) স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতিটি বিষযের জন্য কমপক্ষে ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ২(দুই)টি অতিরিক্ত কক্ষ, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাগার, একটি সেমিনার কক্ষ এবং বিভাগওয়ারী বিভাগীয় কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক বিষযের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বই এর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হাজার হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রাখার জন্য কলেজের একাডেমিক ও আর্থিক সামর্থ্য অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(৫) কলেজের ফ্যাক্স, ই-মেইল এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৪। **বি.পি.এড কোর্সের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) বিপিএড (শারীরিক শিক্ষা) কলেজে নিজস্ব অখন্ড জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.৫০ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	৩.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রযোজনীয় কক্ষ ছাড়া ও ৭০০ বর্গফুট আকারের ৪টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) বি.পি.এড সহ যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক নিয়োগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কলেজের সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০(তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ধরণের মাঠের (ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, হকি, বাস্কেটবল ইত্যাদি) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ জিমনেসিয়ামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাঁতারের জন্য সুইমিংপুল/কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাদানের উপযোগী পুকুর এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যই যথাযথ মানের হোস্টেল থাকিতে হইবে।

(১১) একই এলাকায় একাধিক বি.পি.এড কলেজ প্রতিষ্ঠা নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

(১২) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৩) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৪) কোন কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৫) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তির লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **বি.বি.এ কোর্সের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) বি.বি.এ কোর্স প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অখন্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায় ১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায় ১.২৫ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায় ২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৮ (আট)টি শ্রেণীকক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম, সেমিনার কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব ও জেনারেল ল্যাব থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) (ক) বি.বি.এ ডিগ্রী সহ যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং কলেজের অন্যান্য শিক্ষক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুসরণপূর্বক নিয়োগ করিতে হইবে।

(খ) বি.বি.এ কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ২ জন করে শিক্ষক রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে এবং মোট শিক্ষকের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন শিক্ষককে বাংলাদেশ অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.এ ২য় শ্রেণী/সমমান ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(গ) কলেজে কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কলেজের সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে টাঃ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০(তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য মাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের জন্য যথাসম্ভব আবাসিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১১) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৩) কোন কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৪) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তির লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান)কোর্সের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) কোর্স প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখন্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরুপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায় ১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায় ১.২৫ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায় ২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৮ (আট) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) (ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান)সহ মাষ্টার্স/সমমানের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করিতে হইবে।

(খ) কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রভাষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটার বিজ্ঞানে ট্রেনিংসহ ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স, পদার্থবিদ্যা, গনিত অথবা পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হইতে হইবে।

(গ) কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক(সম্মান) কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ২ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে এবং মোট শিক্ষককের মধ্যে ন্যূনতম ০৭(সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষককে বাংলাদেশ অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে ন্যূনপক্ষে ২য় শ্রেণীর স্নাতক(সম্মান) সহ ২য় শ্রেণীর এমএসসি ডিগ্রী প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(ঘ) কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অধিক হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহন করা যাইবে না।

(৭) কলেজের সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে টাঃ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা জমা করিয়া থাকিতে হইবে।

(৮) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৯) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০/-(তিন হাজার) হইতে হইবে।

(১০) কম্পিউটার কোর্সের ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ কম্পিউটার ল্যাব এবং ইলেক্ট্রনিক্স ল্যাব থাকিতে হইবে।

(১১) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৩) কোন কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৪) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তির লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্তপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **বি.এড কোর্সের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) নিজস্ব অখন্ড জমির উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/ শিল্প এলাকায়	১.৫০ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৮ (আট) টি শ্রেণীকক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের কমনরুম, সেমিনার কক্ষ এবং অডিটোরিয়াম থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) বি.এডসহ (বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ক্ষেত্রে বি.এস.এড) যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের সংগতি থাকিতে হইবে।

(৬) কলেজের সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিংরুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে। পাঠদান ও অনুশীলনের জন্য ল্যাবরেটরী স্কুলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য নিজস্ব মাঠ থাকিতে হইবে।

(১১) এলাকায় একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হইবে না।

(১২) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রাবাস অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১৩) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৪) কোন কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৫) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **এল.এল.বি কোর্সে অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) আইন কলেজে কমপক্ষে ৭ (সাত) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কমপক্ষে ৩ (তিন) জনকে অবশ্যই কলেজে পূর্ণকালীন চাকুরীরত থাকিতে হইবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) কলেজ গ্রন্থাগারে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তক এবং রেফারেন্স পুস্তক সংখ্যা কমপক্ষে ২,০০০ (দুই হাজার) হইতে হইবে। গ্রন্থাগারে "ল" রিপোর্ট এবং "ল" জার্নাল নিয়মিতভাবে ক্রয় এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুট কোর্টের (Moot Court) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) কলেজের রিজার্ভ ও সাধারণ তহবিলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৪) প্রশাসনিক কাজ এবং ক্লাস হিসাবে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৫) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(৬) কোন কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(৭) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্সের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান কলেজের নিজস্ব অখন্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.২৫ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৪ (চার)টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম ও সেমিনার কক্ষ থাকেতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন' অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি

বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কলেজের সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবইও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে।

(১০) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যথাসম্ভব আবাসন এবং প্রয়োজনে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১১) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১২) কোন কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৩) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচকরা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ হইবে।

১০। **অধিভুক্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্র পেশের নিয়মাবলী ঃ**

(১) বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি প্রার্থী কোন কলেজের আবেদন নির্ধারিত ফরমে যে শিক্ষা বৎসর হইতে অধিভুক্তি কার্যকর করার আবেদন করা হইয়াছে উহার পূর্ববর্তী শিক্ষা বৎসরের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকটে পৌছাইতে হইবে।

(১) বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যক্ষ অধিভুক্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্রে গভর্ণিং বডির সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে। আবেদনপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় কলেজ অধ্যক্ষের অনুস্বাক্ষর থাকিতে

(২) হইবে। কোর্স বা বিষয়ের অধিভুক্তির ব্যাপারে কলেজ গভর্ণিং বডি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে অধিভুক্তির আবেদনপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

১১। অধিভুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

(১) অধিভুক্তির আবেদনপত্র যথাবিধি প্রাপ্তির পর ভাইস-চ্যান্সেলর অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের নিমিত্ত পরিদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিবেন। তিনি এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিদর্শন টীম গঠন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনপত্র ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনার জন্য অধিভুক্তি কমিটির নিকট পেশ করা হইবে।

(৩) অধিভুক্তি কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হইবে। একাডেমিক কাউন্সিল অধিভুক্তির ব্যাপারে তাহাদের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেটে পেশ করিবেন।

১২। নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে অধিভুক্তি কমিটি গঠিত হইবে ঃ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন
(খ) সকল প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) ডীন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) ডীন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(ঙ) ডীন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(চ) রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(ছ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
(জ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য
(ঝ) অধিভুক্ত কলেজ হইতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুই জন অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা
(ঞ) কলেজ পরিদর্শক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি উহার সচিবের দায়িত্বও পালন করিবেন।

১৩। অধিভুক্তি কমিটিরমনোনীত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের কার্যকালের মেয়াদ হইবে মনোনয়নপত্র জারীর তারিখ হইতে দুই বৎসর।

১৪। **অধিভুক্তি কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

(১) কলেজসমূহের অধিভুক্তি প্রদান এবং অধিভুক্তি বাতিল সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ পেশ;

(২) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের বিবেচনার জন্য অধিভুক্তির নিয়মাবলী সংশোধন প্রস্তাব পেশ;

(৩) অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে সুপারিশ পেশ;

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন বিষয়ের বিবেচনা ও পরামর্শ প্রদান।

১৫। (১) কোন কলেজকে স্থায়ী অধিভুক্তি মঞ্জুরী দান করা যাইবে না। ইতোপূর্বে কোন কলেজকে এরূপ মঞ্জুরী দান করা হইয়া থাকিলে তাহা কার্যকর থাকিবে না এবং উক্ত কলেজকে যথারীতি নতুন করিয়া অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পূর্বে অধিভুক্ত কোন কলেজেও নতুন বিষয় বা কোর্স খোলা যাইবে না।

(৩) সাধারণত: কোন কলেজকে ভূতাপেক্ষ অধিধভুক্তি মঞ্জুর করা হইবেনা।

(৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন অধিভুক্ত কলেজ অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাইবেনা।

১৬। **অধিভুক্তি নবায়নের নিয়মাবলী ঃ**

(১) অধিভুক্তি নবায়নের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের কমপক্ষে ৮(আট) মাস পূর্বে ফি' সহ নির্ধারিত ফরমে কলেজ পরিদর্শকের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্র যথানিয়মে প্রাপ্তির পর ভাইস-চ্যান্সেলর কলেজের সার্বিক অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য পরিদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিবেন। এব্যাপারে তিনি এক বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে পরিদর্শন দল গঠন করিতে পারিবেন।

(৩) পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কলেজ পরিদর্শক অধিভুক্তি নবায়নের ব্যাপারে তাঁহার সুপারিশ ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করিবেন।

(৪) কলেজের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত কলেজকে এক বা একাধিক শিক্ষাবর্ষের জন্য অধিভুক্তি নবায়ন মঞ্জুর করিতে পারিবেন। অধিভুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটকে অবহিত করিতে হইবে।

১৭। <u>অধিভুক্তি বাতিলের কারণসমূহ ঃ</u>

(১) অধিভুক্তি প্রদানের সময় আরোপিত শর্তসমূহ কোন কলেজ যথারীতি পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(২) কোন কলেজ কর্তৃপক্ষ বিধিমত গভর্ণিং বডি গঠনে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইলে, অথবা কলেজের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে অথবা কলেজে সুষ্ঠু প্রশাসন ও শৃংখলা বজায় না থাকিলে উক্ত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৩) কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসৃত না হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত সংশ্লিষ্ট সংবিধি, রেগুলেশন ও প্রবিধান মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যেতে পারে।

(৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে যে সমস্ত নির্দেশাবলী জারী করা হইবে তাহা যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যেতে পারে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কলেজ ক্যাম্পাস পরিবর্তন করা হইলে অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৭) অন্য কোন দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান থেকে একই কোর্স বা পৃথক কোন কোর্সের অধিভুক্তি গ্রহণ করা হইলে অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

১৮। **অধিভুক্তি বাতিল প্রক্রিয়া ঃ**

অনুচ্ছেদ ১৭-এ উল্লেখিত কারণে কোন অধিভুক্ত কলেজের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজ সম্পর্কে তথ্যাদি একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হইবে। একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট উক্ত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

১৯। **কোর্সের অধিভুক্তি ঃ**

যে সমস্ত কলেজে বা উহার বিভিন্ন বিভাগে কলা, সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর কোর্স থাকিবে সে সকল কলেজ বা উহার বিভাগসমুহকে অধিভুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি বিষয় এবং শিক্ষাস্তরের জন্য আলাদাভাবে অধিভুক্তি মঞ্জুর করা হইবে। আইন, শিক্ষা, ললিতকলা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, বি.বি.এ, শারীরিক শিক্ষা. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, সামরিক বিজ্ঞান, নৌবিজ্ঞান ও অন্যান্য পেশাগত কোর্সেরও অধিভুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

২০। **অধিভুক্তি এবং অধিভুক্তি নবায়ন ফি**

(১) বি.এ (পাস), বি.এস.এস (পাস), বি.বি.এস (পাস), বি.এসসি (পাস), বি.এড, বি.পি.এড, বি.এফ. এ এবং বি.মিউজ কোর্সের প্রতিটির প্রথম অধিভুক্তি ফি বাবদ আবেদন পত্রের সহিত ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমা দিতে হইবে। উল্লেখিত কোর্সগুলির প্রতিটির অধিভুক্তি নবায়ন ফি হিসাবে প্রতি শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা জমা দিতে হইবে। কোন কোর্সে নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইলে আবেদন পত্রে সহিত প্রতি বিষয়ের জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) বি.এ (অনার্স), বি.এস.এস (অনার্স), বি.বি.এস (অনার্স), বি.এসসি (অনার্স), এল.এল.বি এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে প্রতি বিষয়ের জন্য প্রথম অধিভুক্তি ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র এবং নবায়ন ফি বাবদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মাত্র জমা দিতে হইবে।

(৩) অধিভুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় ফি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই অধিভুক্তি ফি ফেরত প্রদান করা হইবে না। ফি প্রদানের পূর্বে আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না।

(৪) অধিভুক্তি সিদ্ধান্তের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যেভাবে ফি নির্ধারণ করিবে তখন তাহা সেই ভাবে প্রদান করিতে প্রতিটি কলেজ বাধ্য থাকিবে।

২১। **বিশেষ বিধান ঃ**

এই রেগুলেশনে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকিলে সে সম্পর্কে সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষরিত-
(ফিরোজ আহমদ আখতার)
রেজিস্ট্রার
ও
সচিব, জাতয়ি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট